জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস ২০০৫

ব্যবস্থাপনায় ঃ বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি)

সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা ঃ বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি) **The Daily Star: 25 January 2005, Special Supplement** অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ নিশু এ্যাডভারটাইজিং লিঃ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রতিযোগিতায় কার্যকরী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। বিএসটিডি গত দু'দশক ধরে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষক সমাজের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষক সমাজের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বিএসটিডি কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন প্রশিক্ষণ বিষয়ক গবেষণা ও উপদেশনা, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স, উচ্চতর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা এবং জার্নাল প্রকাশ দেশের সুধীসমাজে সমাদৃত হয়েছে। পাবলিক সেক্টরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ যাতে অন্যান্য পেশার মতো গুরুত্ব পায় সে বিষয়ে বর্তমান সরকার সচেতন। এ ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ও জনপ্রশাসন নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে আমি আশা করি।

আমি বিএসটিডির রজত জয়ন্তী ও প্রশিক্ষণ দিবসের সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি)-এর রজত জয়ন্তী ও প্রশিক্ষণ দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মেধার লালন ও বিকাশের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে এগিয়ে যেতে হলে জনপ্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে এবং তাদের কাজের মান বাড়াতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

বর্তমান সরকার জনপ্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়াতে দেশে-বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে বিএসটিডি'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আছে। গত ২৫ বছরে সেই ভূমিকা কতটা সফলভাবে পালিত হয়েছে রজত জয়ন্তীতে তা' খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্টরা প্রতিষ্ঠানটিকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করতে সচেষ্ট হবেন বলে আমি আশা করি।

আমি বিএসটিডি'র রজত-জয়ন্তী ও প্রশিক্ষণ দিবসের সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৩ জানুয়ারী ২০০৫ বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি)-এর রজত-জয়ন্তী ও প্রশিক্ষণ দিবস উদযাপন উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানব সম্পদকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে ছাত্রদেরকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য নিবিড় এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষকদের পেশাভিত্তিক সংগঠন হিসাবে বিএসটিডি চাহিদার নিরিখে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কৌশল প্রণয়ন করছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রশিক্ষণকে আরও কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালার যে সুনির্দিষ্ট কৌশল নির্ধারণ করা হয় এর বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বিএসটিডি সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। ভবিষ্যতেও বিএসটিডি তাদের কর্মধারা অব্যাহত রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দেশের প্রশিক্ষক সমাজের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিএসটিডি প্রশিক্ষণের সঠিক মান নির্ধারণে এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

আমি বিএসটিডি কর্তৃক আয়োজিত রজত-জয়ন্তী ও প্রশিক্ষণ দিবস এর সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

(এম কে আনোয়ার, এমপি)

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতির

সভাপতির বাণী

২৩ জানুয়ারী বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি)-এর একটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিন। প্রতিবছর এ দিনটি প্রশিক্ষণ দিবস হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। এ দিনে প্রশিক্ষক সমাজ তাদের পেশা, কর্মসূচী ও পারফরমেন্সের মূল্যায়ন করেন। এ দিনের কর্মসূচী প্রশিক্ষকদের মনে আস্থা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ পেশার সাথে অন্যান্য পেশার সংযোগ স্থাপন, বিভিন্ন প্রশিক্ষকদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ও ভাববিনিময়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ বছর সমিতির রজত-জয়ন্তী ও প্রশিক্ষণ দিবস উদযাপনের জন্য সম্প্রসারিত কর্মসূচী গ্রহণ করায় প্রশিক্ষক সমাজ আনন্দিত ও আশান্বিত।

শিক্ষা মানুষকে জীবনের জন্য তৈরী করে, প্রশিক্ষণ মানুষকে কর্মজীবনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। শিক্ষা যদি মানব সম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ হয়, তবে প্রশিক্ষণ হচ্ছে এর চলতি মূলধন। মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ শিক্ষার মতই গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি একে অপরের পরিপূরক। প্রশিক্ষণ পেশা এবং প্রশিক্ষকদের সম্মান প্রদর্শন ও স্বীকৃতি প্রদান আমাদের নাগরিক কর্তব্য।

বিএসটিডি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষকদের নিরলস এবং আন্তরিক পরিশ্রমের ফলে একটি সুন্দর প্রশিক্ষণ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা সত্যিকার অর্থে প্রশংসনীয়। প্রশিক্ষণকে অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে বিএসটিডি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন, জার্নাল ও সংযোগপত্র প্রকাশ করে থাকে। বিএসটিডির কর্মকান্ড প্রশিক্ষণ সেক্টরের কর্মতৎপরতাকে বৃদ্ধি করেছে। প্রশিক্ষণকে একটি সম্মানজনক পেশায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি আশা করি বার্ষিক প্রশিক্ষণ দিবসে নিজেদের কার্যাবলী মূল্যায়ন করে দেশের প্রশিক্ষকরা নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। আজকের দিনে আমি আন্তরিকভাবে প্রশিক্ষণ পেশার উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষকদের কল্যাণ কামনা করছি।

(ড. সা'দত হুসাইন)

PROSHIKHYAN-A JOURNAL OF BSTD

Mosharraf Hossain, Vice President BSTD

If man is known by the company he keeps, a profession may also be known by the Journal it publishes. If literature is the reflection of the society so also is the Journal that reflects the level of professional acuity..From these premises, one could go on evaluating the concern of the training professionals to a certain level in Bangladesh by taking a look at the 132 articles published in the Journal of BSTD, Proshikhyan since 1994.Amongst many options, one may very well start with the following questions.

" Is the journal published regularly?

" Does it address the key issues of the profession?

Important as the questions are ,to respond to these would require a through scientific investigation or research. Given the constraints,time in particular, instead, an alternative approach has been followed here to find out the answers.

Unlike many journals of home and abroad, even of international reputed organisation,BSTD has been publishing the journal, Proshikhyan on a regular basis since 1994.This is a great achievement by any standard and speaks of the high commitment of the BSTD management. This bi-annual journal was first published in 1987,seven years following the establishment of the society.However publication of the journal was not regular.It was published intermitantly.Since 1994 ,publication became regular, 2 volumes were published each year and each volume contained six articles.

Till December 2004, 132 articles have been published. As the name of the journal suggests principal focus of the journal is development of human resources through training. Main theme of the 90% articles' centred round training.Other articles are not directly related to training per se, but addressed to enrich the knowledge of training professionals for example,rural development,poverty alleviation, microcredit, gender etc. . These are mostly concerned with development from where a training professional in development governance could find valuable inputs and insights to plough back to his professional activity.

In order to see whether the journal has addressed the key issues of training which are concerned with the qualitative aspects of training ,one can analyse the focus of the articles and relate these with the phases of training cycle(TC).To a great extent, effective and qualitative training depends on the appropriate administration and completion of the TC.By analyzing the 132 articles,one can find varying degree of emphasis of the professionals on the TC.Most articles concentrated on training needs assessment, followed by curriculum development, training techniques,training implementation.No significant emphasis can be discerned on post training utilization and impact analysis of training from the articles published.This appears to be the most neglected issue,yet the credibility of the training and training professionals depend largely on this.Only two articles on the effectiveness of training,one by Mr Banik Gour Sundar of PATC on Management At the Top(MAT) programme(2001) and the other by Dr M.Solaiman,former director of CIRDAP on impact of training on destitute women(1999) were published in recent years.It appears from the analysis of the articles that the professionals are perhaps nonchalant of post-training utilization(PTU) and Impact Analysis of trainining.It has been an Achilles' Hill in our training programme and continues to remain so.This perhaps emanates from the structural deficiency of the training institutes. As training is an investment and it is judged by its result, it is time that training professionals and higher Management put these two aspects of training high in their agenda.

Performance Evaluation of Training Institutions in Bangladesh Using BSTD Standards

M.A.Quddus, Vice President,BSTD

Training and development are interlinked. A large number of training institutions are functional in Bangladesh, but many of them are found to suffer from numerous problems related to quality management and rendering quality training. As in many other countries, every training institution in Bangladesh also needs to be evaluated periodically by a competent independent professional agency for improving its performance through sensitizing about its strengths, weaknesses and opportunities. Unfortunately such a process is non-existent in the country and as a result, quality standard is conspicuously absent in the training arena.

In such a situation, Bangladesh Society for Training and Development (BSTD), as an independent professional training organization of the trainers and training institutions in the country, has come forward to conduct an evaluation of the major training institutions in the country with the following main objectives:

1. To suggest a set of standard criteria to cover the critical components of quality training;

2. To assess, on the basis of standard criteria and their weightage, the performance of selected training institutions in the country;

3. To grade the training institutions based on the results of performance evaluation.

Under the guidance of an Advisory Committee, headed by the Chairperson of the Society, a BSTD Study Team,led by Mr M.A.Quddus,fomer DG, BARD has already completed collection and tabulation of the necessary data. It is expected that the study report will be available by mid-2005.

বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি) এর পেশাগত কার্যক্রম (১৯৮০-২০০৫)

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ মহা-সচিব / **মোঃ মমিনুর রহমান** নির্বাহী কর্মকর্তা

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশে প্রশিক্ষণের ব্যাপক সম্প্রসারণের যুগে আশির দশকে তদানীন্তন বাংলাদেশ প্রশাসনিক স্টাফ কলেজে দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি) গঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিএসটিডি সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বিএসটিডি ১৯৯২ সনে অলাভজনক কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধনকৃত হয়।

উদ্দেশ্য ঃ বিএসটিডি প্রশিক্ষণ উন্নয়নে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮০ সনে যাত্রা শুরু করে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও কার্যসম্পাদনের মান উন্নয়ন, পেশাগত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, পেশাগত তথ্য, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষক সমাজের মর্যাদা ও স্বার্থ সংরক্ষণ, দেশ ও বিদেশের প্রশিক্ষক, গবেষক, উন্নয়ন ব্যবস্থাপকদের মধ্যে মত বিনিময়, সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধন, জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে সেমিনার, সম্মেলন এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন, পরিচালন এবং পরিচালনে সহায়তা দান, প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী সংস্থাকে নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে পরামর্শ ও সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রশিক্ষকগণকে স্বীকৃতি বা পুরস্কার এবং উৎসাহ দানের জন্য ফেলোশীপ, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদির ব্যবস্থা। এছাড়াও রয়েছে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

ব্যবস্থাপনা: কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির কার্য পরিচালনা করে থাকে। বিএসটিডি-র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পাঁচটি স্থায়ী উপ-পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। উপ-পর্ষদগুলো হচ্ছে: (ক) প্রচার ও প্রকাশনা; (খ) গবেষণা ও উপদেশনা; (গ) প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন; (ঘ) পেশাগত মান উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং (ঙ) আন্তঃ প্রাতিষ্ঠানিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সংযোগ ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন উপ-পর্ষদ এবং জার্নালের সম্পাদকীয় বোর্ডের সভা প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিএসটিডি-র কার্য-নির্বাহী পর্ষদের সভা প্রতি মাসের ২০ তারিখ অথবা নিকটবর্তী কোন তারিখে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত নির্বাহী পর্ষদ সভায় এ উপ-পর্ষদগুলোর কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

প্রকাশনা: PROSHIKHYAN (প্রশিক্ষণ) নামে একটি জার্নাল বিএসটিডি ১৯৮৩ সন থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। বর্তমানে এটি ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হচ্ছে। বিএসটিডি-র সভাপতি ড. সা'দত হুসাইন জার্নাল সম্পাদকীয় বোর্ডের সভাপতি হিসেবে জার্নাল প্রকাশের কাজ তত্ত্বাবধান করছেন। এরই মধ্যে জার্নালের মোট ২২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একমাত্র জার্নাল PROSHIKHYAN দেশের সুধীমহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এর পরিচিতি ঘটেছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে PROSHIKHYAN তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের মাধ্যমে এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া ১৯৯২ সন থেকে নিয়মিতভাবে বিএসটিডি-র পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ বার্তা নামে একটি নিউজ লেটার প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ অঙ্গনের খবর পরিবেশন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো ও প্রশিক্ষকদের মধ্যকার পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বার্তার অবদান ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মহলে সমাদৃত হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রম: বিএসটিডি অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে গবেষণা কার্যও পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে বিএসটিডি কর্তৃক 'Performance Evaluation of Training Institution in Bangladesh Using BSTD Standard' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্তির পথে। এ বছরের মধ্যেই এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান: বিএসটিডি প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সেমিনার ও কলোকিয়াম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সেমিনার ও কলোকিয়াম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা সরকার ও বিএসটিডি যৌথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে বিএসটিডি অনেকগুলো বিষয়ের উপর সেমিনার ও কলোকিয়াম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: Trainer Skill's as Marketable Product in Bangladesh, Public Administration Training Policy, Performance Evaluation of Training Institution in Bangladesh Using BSTD Standard, Training for Social Development, Training for Elected Executives, Role of Training in Good Governance, Quality Training in Bangladesh, Role of Professional Societies in Human Development of Bangladesh and Gender Sensitive Training Programme in Bangladesh.

প্রশিক্ষণ কোর্স: বিএসটিডি প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় থেকে মোট ২০-২২ জন প্রশিক্ষক/কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন এবং সাফল্যজনকভাবে কোর্স সমাপ্ত করেন। চার সপ্তাহব্যাপী এ কোর্স ইতোমধ্যে দেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া বিএসটিডি প্রশিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ (এটিওটি) কোর্সের আয়োজন করে থাকে। প্রশিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ (এটিওটি) কোর্স একমাত্র বিএসটিডি বাংলাদেশে বিগত চার বছর ধরে নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে।

জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস: বিএসটিডি-র পক্ষ থেকে প্রতিবছর ২৩ জানুয়ারী জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। বিএসটিডি নবমবারের মতো জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছে। এছাড়া দিবসটিকে ঘিরে বিএসটিডি প্রতিবছর জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ ও মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ'দিনে প্রশিক্ষণের গুরুত্বকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরা হয়। এছাড়া এ'দিনে বিএসটিডি-র কর্মকান্ড, ক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

অতিথি বক্তাদের সম্মানী ভাতা: বিএসটিডি-র নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি বক্তাদের সম্মানী ভাতা নির্ধারণ করে তা কার্যকর করার জন্য ইতোপূর্বে দেশের সকল প্রতিনিধিত্বকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব আকারে পেশ করা হয়েছে। দেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একই হারে সম্মানী ভাতার প্রচলন এবং মেধাবী ও অধিকতর দক্ষ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণে আগ্রহী করে তোলার জন্য বিএসটিডি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিএসটিডি-র পক্ষ থেকে নির্ধারিত অতিথি বক্তাদের সম্মানী ভাতার পরিমাণ হবে এক ঘন্টার জন্য ১০০০/- টাকা এবং এক ঘন্টার পরবর্তী আধ ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য ৫০০/- টাকা। তবে পরবর্তী সময়কাল আধ ঘন্টার বেশী অর্থাৎ মোট সময়কাল ১ ঘন্টা ৩০ মিনিটের বেশী হলে সর্বমোট ২০০০/- টাকা। ইতোমধ্যে এ সিদ্ধান্ত সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন অনুদান খাত: বর্তমানে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মসূচীকে যথাযথ সমর্থন দানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে বলে আমরা মনে করি। আপনারা ইতোমধ্যে অবহিত হয়েছেন যে এ লক্ষ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন অনুদান তহবিল সৃষ্টি করতে বিএসটিডি-র পক্ষ থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানানো হয় এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ ও পেশা উন্নয়ন নামে একটি উইং সৃষ্টি করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার জনপ্রশাসন নীতিমালার আওতায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে Lump grant সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে বিএসটিডি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

পেশাগত সুযোগ-সুবিধা: বিএসটিডির সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে প্রশিক্ষণ অঙ্গনে সাধ্যমত অবদান রেখে চলেছেন। এ ব্যাপারে বিএসটিডি-র পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া যাচ্ছে। এছাড়াও বিএসটিডি-র পক্ষ থেকে প্রশিক্ষকদের কিছু প্রফেশনাল চাহিদা চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে: (ক) প্রশিক্ষকদের পেশাগত অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ; (খ) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান; (গ) প্রশিক্ষক হিসাবে অন্ততঃ এক বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে, অথবা কর্মজীবনে ন্যূনতম ৫০টি সেশন পরিচালনা করেছেন শুধু এমন ব্যক্তিকেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে নিযুক্তি (ঘ) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অথবা প্রশিক্ষকদের জন্য প্রাসংগিক বিষয়ে বিদেশী প্রশিক্ষণে শুধু প্রশিক্ষকদেরই নির্বাচিত করা এবং (ঙ) প্রশিক্ষক হিসাবে দু'বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের বিদেশী মিশনে নিয়োগে অগ্রাধিকার প্রদান।

সরকার যে জনপ্রশাসন নীতি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে তার সাথে উক্ত চাহিদা সংগতিপূর্ণ। কারণ প্রশিক্ষকদের মনোবল, দক্ষতা তথা সার্বিক মান উন্নয়ন ছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ চাহিদা প্রশিক্ষণ পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। বিভিন্ন জরুরী অবস্থা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সাধারণ স্থবিরতার মাঝেও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো সব সময়ে থাকে কর্মমুখর। তাই প্রশিক্ষক সমাজের নীরব অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে প্রশিক্ষকের চাহিদা পূরণে জনপ্রশাসন নীতিমালা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিএসটিডি-র ইন্টার্নি প্রকল্প: বিএসটিডি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে সাময়িক ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করে থাকে, বিএসটিডি বিশ্বাস করে যে, এর ফলে দেশের কিছু বেকার শিক্ষিত যুবকের সাময়িক কর্মসংস্থান হবে, অন্যদিকে বেকার যুবকেরা কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পাচ্ছে।

আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ: বিএসটিডি Association of Management Development Institute in South Asia (AMDISA) এবং International Federation of Training and Development Organization (IFTDO) এর সদস্য। আন্তর্জাতিক সংহতির জন্য বিএসটিডি এসব সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। উল্লেখ্য, বিগত ২২-২৫ নভেম্বর ০৪ ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত International Federation of Training and Development Organization (IFTDO) কর্তৃক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ বছর বিএসটিডি-র একজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এছাড়া বিএসটিডি প্রতিবছর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান, প্রশিক্ষণ সেক্টর ও প্রশিক্ষকদের সমস্যাদি নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও ভাব বিনিময় করে থাকে। এ অনুষ্ঠানে বিএসটিডি-র প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

নিজস্ব কার্যালয়: বিএসটিডি বিগত ২৩ জানুয়ারী ২০০৪ তারিখের জরুরী সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেন্টারপয়েন্ট কনকর্ড (লেভেল-১২), ১৪ক এবং ৩১ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ তে ১৩৮৭ বর্গফুটের অফিস স্পেস ক্রয় করে। স্পেস ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে সবধরনের আনুষঙ্গিকতা সম্পন্ন করা হয়েছে। বিগত ১ নভেম্বর ০৪ তারিখ থেকে বিএসটিডি-র নিজস্ব অফিসে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপসংহার: বিএসটিডি একটি পেশাদারী প্রতিষ্ঠান। এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে সকল সদস্যের সহযোগিতার উপর। বিএসটিডি-র সদস্যদের মাঝে সহযোগিতা এবং মিথষ্ক্রিয়া বেশ ব্যাপক। এ বিষয়ে প্রত্যেককেই সচেতনভাবে অবদান রাখতে হবে। বিএসটিডি-র সকল সদস্যকেই আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিএসটিডি-র পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয়ের এতদবিষয়ক ভূমিকা অনুকরণযোগ্য। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে বিএসটিডি আরো এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা রাখি। তবে সকল সদস্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিএসটিডি আজ বাংলাদেশের জাতীয় অঙ্গনে একটি পেশাদারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপনারা অবহিত যে গেজেটে প্রকাশিত জনপ্রশাসন নীতিমালা প্রণয়নে বিএসটিডি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে এবং এ নীতিমালায় প্রশিক্ষক সমাজের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে বিএসটিডি থেমে নেই, প্রয়োজনে নীতিমালায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। বিএসটিডি-র এই স্বীকৃতি ও অবস্থান আরো সংহত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে অধিকতর কর্মপ্রয়াস কামনা করছি সকলের কাছে।

** নিবন্ধটি বিগত সাধারণ সভায় মহাসচিত কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক রিপোর্টের অনুসরণে রচিত।*

অনুষ্ঠান সূচী

তারিখ	সময়	স্থান	কার্যক্রম
২৩-০১-০৫ ও ২৪-০১-০৫		বিএসটিডির অফিস কক্ষ সেন্টারপয়েন্ট কনক